Prabandha Music

প্রবন্ধ ছিল আসলে ক্ল্যাসিকাল কম্পোজিশন। গানের ক্ষেত্রে বলা হতো **গীত-প্রবন্ধ**, বাদ্যের ক্ষেত্রে **বাদ্য-প্রবন্ধ**। বাদ্য-প্রবন্ধেরও আবার তিন প্রকার ভেদ ছিল, যথা—**তত-বাদ্য প্রবন্ধ, আনদ্ধ-বাদ্য প্রবন্ধ** এবং **সুষির-বাদ্য প্রবন্ধ**। এছাড়া ছিল **নর্তন-প্রবন্ধ**।

এখানে একটি ব্যাপার আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, প্রাচীনকালে দেশি-সংগীতে আধুনিক কালের মতন **কোনো নির্দিষ্ট শৈলী** বা **ফর্মের** (form) **নাচ-গান-বাজনা** (যেমন, ধ্রুপদ, খয়াল্, ধমার, কত্থক, ভরতনাট্যম্ প্রভৃতি) প্রচলিত ছিল না। তার পরিবর্তে ছিল **কম্পোজিশন** গাওয়া, বাজানো বা নাচা। এই কম্পোজিশনগুলিই হচ্ছে **প্রবন্ধ**। গীত-প্রবন্ধ যেহেতু গেয়-পদ, সেইহেতু প্রাচীন ভারতের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রবন্ধকে **পদ-গান**ও বলতেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো—**বিষ্ণুপদ** গান, **চর্যাপদ** গান প্রভৃতি। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রবন্ধ বা গেয়-পদ বলতে যা বোঝায়—পদ-গান বলতেও সেই একই জিনিষ বোঝাতো।

গেয়-পদ বা প্রবন্ধ যেহেতু **অভিজাত দেশি গান**, তাই দেশী রাগ ও তাল অবলম্বনে এ জাতীয় গানের সুর আরোপিত হয়। প্রবন্ধের দুটি প্রধান অংশ থাকে, যথা—(ক) **মাতু** ; এবং (খ) **ধাতু**। মাতুর (বর্ণনীয় বিষয়) প্রকার ভেদ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। 'ধাতু' হচ্ছে গেয়-পদের খণ্ডিত রূপ, যথা—**উদ্‌গ্রাহ, মেলাপ, ধ্রুব** এবং **আভোগ**। ধাতুকে চলতি কথায় "তুক্কো' বা "**তুক্**" বলা হতো। "**সালগ-সুড়**" শ্রেণীর প্রবন্ধে অবশ্য তুক্-বিন্যাস ছিল এই রকম— **ধ্রুবক** (স্থায়ী), **অন্তর** (বৈকল্পিক), **ভোগ** (সঞ্চারী) এবং **আভোগ**। কমপক্ষে দুটি ধাতু ব্যতীত প্রবন্ধ গঠিত হয় না। এই দুটি ধাতু হলো **'উদ্‌গ্রাহ'** এবং **'ধ্রুব'**।

মহারাষ্ট্রের চালুক্য সাম্রাজ্যের অধিপতি রাজা তৃতীয় সোমেশ্বরের পুত্র **জগদেক মল্ল** (১১৩৪-৪৫ খ্রি.) **'সংগীত-চূড়ামণি'** গ্রন্থে লিখেছেন—

"এক এব প্রবন্ধশ্চেৎপ্রকীর্ণো বর্ণ্যতে বুধৈঃ।"

অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা বলেছেন, আগে প্রবন্ধের একটাই প্রকার ছিল, যাকে বলা হতো "**প্রকীর্ণ**"। তার মানে, প্রকীর্ণ-ই হচ্ছে প্রবন্ধের পূর্বপুরুষ। **'প্রকীর্ণ' গান হচ্ছে 'ক্ল্যাসিকো-ফোক্'**। বিশিষ্ট আঞ্চলিক লোকসুরগুলিকে গান্ধর্ব বা মার্গ নিয়মের অধীনে এনে **দেশজ-রাগ** সৃষ্টি করে আঞ্চলিক নাগরিক ভাষায় গান রচনা করা। বাংলার কীর্তন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রামপ্রসাদী গান—এ সবই প্রকীর্ণ বা ক্ল্যাসিকো-ফোকের পর্যায়ভুক্ত।

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নিয়ম-কঠোরতার তারতম্য অনুসারে প্রবন্ধ-গান তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, যথা ১. **সুড়** ; ২. **আলি সংশ্রয়** ; এবং ৩. **বিপ্রকীর্ণ**। একশো বছর পরে, অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে 'সুড়' শ্রেণী পুনরায় নিয়ম-কঠোরতা ভেদে (ক) **শুদ্ধ-সুড়** ; ও (খ) **সালগ-সুড়** এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থের লেখক শার্ঙ্গদেব জানিয়েছেন যে, তাঁর সময়ে (১২শ-১৩শ শতাব্দী) সাধারণ মানুষ **'সালগ-সুড়' শ্রেণীর প্রবন্ধ** বা **কম্পোজিশনগুলিকে শুদ্ধ-প্রবন্ধ রূপে গ্রহণ করেছিলেন**। প্রমাণিত হয়, **ওই সময়ে শুদ্ধ প্রবন্ধ (প্রাচীন) অবলুপ্ত হয়ে পড়েছিল**।

প্রবন্ধে বা গেয়-পদে যে সব সার্থক ও নিরর্থক শব্দসমূহ দ্বারা সমগ্র পদটি রচনা করা হয় তাদের **ছয়টি** অংশ বা **অঙ্গে** বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হলো—**স্বর** (স, রি, গ, ম ইত্যাদি বর্ণ দ্বারা রচিত পদাংশ), **পদ** (অর্থ-যুক্ত শব্দ সমূহ), **তাল** (গেয়-পদের শীর্ষদেশে উল্লিখিত তাল), **তেন** (মঙ্গল-বাচক নিরর্থক বর্ণসমূহ), **বিরুদ** (প্রশংসাসূচক শব্দরাজি) এবং **পাট** (বাদ্যযন্ত্র অথবা নর্তনের বোলসমূহ)। প্রবন্ধ রচনায় **কমপক্ষে দুটি অঙ্গ** এবং **সর্বাধিক ছয়টি অঙ্গ** থাকে। প্রবন্ধ যেহেতু নিবদ্ধ-পদ, অতএব তাতে 'তাল' নামক অঙ্গটি থাকতেই হবে। আর গেয়-পদে অর্থযুক্ত কিছু শব্দ থাকতেই হবে। অতএব, **কমপক্ষে তাল ও পদ—এ দুটি অঙ্গ যে-কোনো প্রকার প্রবন্ধে থাকতেই হবে**। ধাতুর ক্ষেত্রে দুই থেকে চারটি ধাতু ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রবন্ধ **দ্বি-ধাতু, ত্রি-ধাতু** অথবা **চতুর্ধাতুও** হতে পারতো।

শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থে দেশী-গানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—**প্রবন্ধ, বস্তু** এবং রূপক। জগদেক মল্ল বলেছেন, যে গান চারটি তুক্ বা ধাতুতে বিভক্ত এবং ছয়টি 'অঙ্গ' সমন্বয়ে গঠিত তাকেই 'প্রবন্ধ' বলে। শার্ঙ্গদেব রূপকের আলোচনা করলেও **'বস্তু'** এবং **'প্রবন্ধ'**-এর সংজ্ঞা দেননি। অবশ্য তিনি 'বিপ্রকীর্ণ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত 'বস্তু' নামক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, সমগ্র পদটি 'দোধক' নামক সংস্কৃত কাব্যছন্দে রচিত হবে। 'বিরুদ্' ছাড়া বাকী সব কটি অঙ্গ (অর্থাৎ, স্বর, পদ, তাল, তেন এবং পাটি) দ্বারা পদটি রচিত হবে। 'তেন' অঙ্গে গানের পরিসমাপ্তি ঘটবে। অর্থাৎ বস্তুর 'ধ্রুব' বা 'স্থায়ী' তুক 'তেন' (ত, ন, তে, ন, তন্ না ইত্যাদি বর্ণ সমন্বিত) নামক অঙ্গ দ্বারা রচিত হবে। এছাড়া, ১ম, ৩য়, ৫ম পাদে **১৫টি করে মাত্রা** এবং ২য় ও ৪র্থ পাদে **১২টি করে মাত্রা** থাকবে। শার্ঙ্গদেব 'রূপক' শ্রেণীর রচনার ব্যাপারে বলেছেন যে, এতে রাগ, তাল, ধাতু, মাতৃ ও লয়ের ব্যাপারে রূপকত্ব বা **নূতনত্ব** থাকবে।